বিজয়ের ৪০ বছর !!!

যে দেশটির ৫লক্ষ মা বোন ধর্ষিতা ও ৩০লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে ত্যাগে অর্জিত হয়েছিল বিজয় !!

হারুন রশীদ আজাদ (সিডনি) azad.angalamedia@gmail.com

গোড়ার কথাঃ পাকিস্তানের জাতিরজনক হওয়ার কথা শেরে বাংলা এ.কে . ফজলুল হক সাহেবের। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ শেরে বাংলা এ.কে . ফজলুল হক পাকিস্তানস রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন ,যা , লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত । মোঃ আলী জিন্নাহ শেরে বাংলা এ.কে . ফজলুল হকের ""পাকিস্তানস " শব্দ থেকে (স) উঠিয়ে ইংরেজদের দ্বিজাতি তথ্যের গাওয়া ঘিঁ খেয়ে ঐ বিশ্বাস ঘাতকতার পথে যান । ইংরেজ বনিয়ারা ভারতবর্ষ দখল করার পরও বাঙ্গালীজাতিকে নিয়ন্ত্রনে নিতে ৫০ বছর বহুলে-নুন খরচ করতে হয়েছে। বাঙ্গালীজাতি নিজেদের বড় ভাবতে , হয় লজ্জা পায় , নয়তো ভয় পায় ! ইংরেজ তাড়াও ২০০ বছরের ইতিহাস ,তাতে ও বাঙ্গালীজাতি শীর্ষে ছিল । পাকিস্তানিদের এতে উল্লেখ করার কিছুই ছিল না । পাঞ্জাবিজাতি ৬৫ বছর পর ,বৃটিশ তাড়াও আন্দোলনে যোগদেয় । ভারত বিভক্তির পর ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান আমাদেরকে ২৩ বছর কৃতদাসের মত ব্যবহার করেছে । পাকিস্তানের "পাক' শব্দটার স্থানে যদি বাংলা শব্দটা থাকতো তবে পাকিস্তান ২৩ মাসও টিকতো না ।

পুর্ণজাগরনে বীজ বপণ ঃ ১৯৫২"র ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙ্গালীজাতির মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক রক্ষার জন্য লড়াই । আর ঐ লড়াইয়ের সুচনা ছিল বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ,তৎকালীন সময়ে ঔ হলটি ছিল পাকিস্তানের প্রদেশিক পরিষদের সংসদ ভবণ । ঐ সংসদ থেকেই বাংলাভাষাকে উর্দু ভাষার সাথে যৌথ ভাবে রাষ্ট্র ভাষার দাবি উঠে । ১৯৪৯ সালের প্রথমার্ধে পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মোঃ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষনা দেন , পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং উর্দু ! প্রথম ভুলটা ঐ খানেই , এছাড়া সারা পাকিস্তানে বাঙ্গালীজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ,জাতিয় উন্নায়ন , প্রশাসনে , সেনা বাহিনীতে নিয়োগ,সব কিছুতেই ছিল আকাশ পাতাল বৈষম্য ।তাই বাঙ্গালীজাতির জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল !ধর্মের দোহাই আর ধর্ডীয় অনুভুতির সীমানা পেড়িয়ে জেগে উঠেছিল বাঙ্গালীজাতি ।
স্বাধীনতার সনদ ৬দফাঃ ১৯৬৬"র ৬দফা রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সনদ হিসাবে বিবেচিত । ৫ই ফেব্রুয়ারি আইয়ুব-মুজিব রাউন্ড টেবিল বৈঠকে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের হাতে তৎকালীন আওয়ামি লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সেই ৬ দফা ভিত্তিক দাবীনামা তুলে ধরেন । দাবীনামা পড়ে উত্তেজিত আইয়ুব সভা থেকে সাথে বেরিয়ে যান দশমিনিটেই বৈঠক শেষ । সারা জাগানো সেই দাবী উৎথাপনের পরদিন , সংবাদ শিরোনাম হয় "" ইষ্ট পাকিস্তান লিডার শেগ মুজিব ডিমান্ড অটোনোমাস ,ইট মিন ইন্ডিপেন্ডেন্স ! পাকিস্তানের একাধিক শীর্ষ নেতা ও বুদ্ধিজীবি মনে করেন ৬ দফার সাড়ে পাঁচ দফা মানলেও পাকিস্তান টিকে যেত তবে দেরিতে হলেও সামরিক শাসকদের আচরনের কারনে বাঙ্গালীজাতির স্বাধীনতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল । পাকিস্তানি জিও টিভিতে বাংলাদেশ ৭১, উক্ত আলোচনায় আর ও বলাহয় ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের মুল নায়ক ছিল বাঙ্গালীজাতি । বিভিন্ন সময় তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে । পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীজাতিকে দীর্ঘ ২৩টি বছর ঠকিয়েছে পাকিস্তানের স্থানীয় বিশ্বাসঘাতক ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলি ,যেমন মুসলীম লীগ ,জামাতে ইসলাম ,নেজামে ইসলাম । তবে স্বাধীনতাত্তোর জামাত ই ইসলাম নেজামে ইসলাম একিভুত হয়ে যায় আর মুসলীম লীগ জিয়ার সামরিক শাসনামলে বিএনপি গঠিত হলে

মুসলীম লীগার গণ বিএনপিতে যোগদান করাতে দলটি বিলীন হয়ে যায় । ৬৬থেকে৬৯ রাজনৈতিক আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে আওয়ামি লীগ বাঙ্গালীজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সফল হলে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি সামরিক আইনে বিচাররত আওয়ামিলীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কারাগার থেকে মুক্তি পান । সেইদিনইকেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সিঁড়িতে দাড়িয়ে সপথ করেন ,বাংলার মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘরে ফিরে যাবনা । ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার মহা-সমাবেশে ""বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভুষিত হন , এরপর থেকে তিনি জাতির কাছে পরিচিতি লাভ করেন ""বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হিসাবে।

গণ-অভ্যুত্থান ১৯৬৯-৭১৬৯"র গণ আন্দোলনের চাপের মুখে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের পতন ঘটে জেঃ আইয়ুব সেনাপতি জেঃ ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসিয়ে সরে দাড়ান আইয়ুব খান । ইয়াহিয়া খান ৬ দভা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচন দিয়ে স্থীশিলতার দিকে ফিরিয়ে আনতে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া দেশের রাজ নৈতিক শিরোমনি জননেতা""বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শান্ত করার চেষ্টা করেন ।

ইয়াহিয়া গোপনে জামাত, মুসলীম লীগ সহ সকল ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলির থেকে তথ্য নিয়ে হিসাব করে ধরে নেন ৬দফার ভিত্তিতে জনসংখ্যা অনুপাতে জাতিয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে পুর্ব পাকিস্তানের অংশে ১৬৮ টি আসন নির্ধারিত হয় । এখান থেকে ২০টি আসন পাকিস্তানি অনুগত ধর্মীয় দলগুলি পেলেই জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তানীরা কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে সমর্থ হবে । তা-না হয়ে নির্বাচনী ফলা-ফল হল উল্টোটা বাঙ্গালীজাতি পাকিস্তানকে চুড়ান্ত সর্তক বার্তা জ্যনিয়ে দিল । সারা পাকিস্তানের জাতিয় সংসদে আওয়ামি লীগ ১৬৭ আসনে বিজয়ি হয়ে সরাসরি জনগনের ভোটে পাকিস্তানের প্রথম জন প্রতিনিধিত্বের একক নিরুংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের অধিকারি হন । একই সাথে আওয়ামি লীগ প্রদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের নির্বাচনে ২৯৮টি আসনে জয়লাভ করে । ঐ দিনের নির্বাচন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙ্গালীজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তানের মর্যদা এনে দেয় ।

মুক্তিযুদ্ধের আলামত ঃ ১৯৭০ ষালের ৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ি দলকে সরকার গঠনের আমন্ত্রন জানানোর কথা থাকলেও সামরিক শাসক জেঃ ইয়াহিয়া খান জাতিয় সংসদের বাইরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে আলোচনা করে সরকার গঠনের জন্য চাপ দিতে থাকেন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিস্কার জানিয়েদেন ন্যায় সংঙ্গত যেকোন দাবি সম্মাতি সদস্যের কথা সংসদে আসলে শুনবেন তবে তা হতে হবে জাতিয় সংসদে । স্বাভাবিক নিয়মেই , রাজা যেখানে রাজধানীও সেখানে ,সংখ্যা গরিষ্ঠতার অধিকারে ঢাকা হতে যাচ্ছে পাকিস্তানের রাজধানী , কুটনৈতিক পাড়াও ফিরবে ঢাকায় ! ইসলামাবাদ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে ।না-না বিষয় চিন্তা ভাবনা করে পাকিস্তানিরাই ষড়যন্ত্র শুরু করে । পাকিস্তানি রাজনৈতিক ও সামরিক এতে একমত হন । তাদের কথামত সরকার না হলে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবেনা ।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সংসদ বসার কথা ,সেই সুত্রে পাকিস্তান থেকে ৩৪ জন সংসদ সদস্য ঢাকায় আসেন , কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন ১লা মার্চ আমার ইচ্ছার বাইরে সংসদ বসলে কসাই খানায় পরিণত হবে সংসদ ।

এমতাবস্থায় জেঃ ইয়াহিয়া ১লা মার্চ আবার সামরিক শাসন জারি করেন। ঢাকা ক্ষোভে ফেটে পরে । শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন । অপর দিকে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার অপারেশন সার্চ লাইট ৭১.নামে এক নীল নকশা তৈরী করতে শুরু করেন ।পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ৩রা মার্চ আওয়ামি লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংসদীয় কমিটির জরুরী রুদ্ধদার সভা ডাকেন ,মতিঝিলস্থ হোটেল পুর্বাণীতে । সেই রুদ্ধদার সভায়ই সপথ গ্রহন করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের রুপ রেখা চুড়ান্ত হয় । ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষনে বাঙ্গালী জাতিকে জানিয়ে দেওয়া হয় আর পাকিস্তান নয় !স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহবান জানানোর মধ্যদিয়ে ক্ষেত্র তৈরীতে কাজ শুরু করেন ।স্বাধীন একটি দেশথেকে আবার স্বাধীনতা দাবীর জাতি সংঘের একটি প্রটোকল রয়েছে আর অপেক্ষার সেই ফাঁদে পাকিস্তানি বর্বর সেনারা ঝাপিয়ে পরে ।

স্বাধীনতার ঘোষনা ঃ পাকিস্তানি ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার আলোচনার নামে ১৫ই মার্চ ঢাকায় আসেন পরে ভুট্টোও আসেন । ২৫ তারিখ পর্যন্ত আলোচনা নাটক চলতে থাকে । এরই মধ্যে লক্ষাধিক পাকবাহিনী আনা হয় পাকিস্তান থেকে । ,২৫ তারিখ বিকালে ছদ্মবেশে ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে কেটে পরেন । সন্ধ্যায় ঢাকার রাজপথ সামরিক যানের চলাচল দ্রুত বাড়তে থাকে আওয়ামি লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তখন পুর্ব পরিকল্পিত গন্তব্যে ৩২ নং বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পরেন । ""দেশপিতা" মুজিব শুধু রণাঙ্গনে একা শত্রুর সাথে বোঝা পরার অপেক্ষায় । বঙ্গবন্ধর হাতে তখন ২টি বৈধ শক্তি ১। শান্তি পুর্ণ ভাবে বৃটিশ যে ভাবে ভারত থেকে বিদায় নিয়েছিল , পাকিস্তান ও সেভাবে বিদায় নিবে ,তাতে দুই দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে ।

২।অন্যথায় স্বাধীনতা ঘোষনা করে মুক্তিযুদ্ধ্ করে স্বাধীনতা অর্জন করা । এই বিষয়েএকটিতে সমাধান পেতে হলে তাকে মৃত্যু হাতের মুঠোঁয় নিয়ে অপেক্ষা ছাড়া বিকল্প কিছুই ছিলনা । কারণ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আলোচনা বা আপোস চুক্তির কোন সুযোগ থাকবেনা । সেখানে বিজয় ,নয়তো নিঃশেষ , এর বিকল্প জাতি বিভক্ত হওয়ার আশংকা !তাই গভীর রাত পর্যন্ত ছিল সমস্যা সমাধানের শেষ সুযোগ । পাকিস্তানিরা নিজেদের অহমিকায় সেই সুযোগকে বাঙ্গালীজাতির দুর্বলততা ভেবে পৈচাশিক হত্যাযজ্ঞের খেলায় মেতে উঠলো ! !রাত ০০.সময় গর্জে উঠল অপারেশন সার্চ লাইট ৭১"র মেশিন গান , কামান , ট্যাংক ,ঘরে-ঘরে ঢুকে রাইফেল আর বেয়নট চার্জ করে হত্যা মিশন । সাথে-সাথে প্রতি উত্তর দিলেন " দেশ পিতা মুজিব " স্বাধীনতার ঘোরনা পত্র (হুবোহু) "এটাই হয়তো আমার শেষবার্তা্য । আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন । বাংলাদেশের মানু যে যেখানে আছেন ,আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি । পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চুড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে "। যদিও ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ৩২ং বাড়ীর অঘোষিত মুকুট বিহীন সম্রাট দেশপিতা'র নির্দেশ মোতাবেক বেসামরিক প্রশাসন চলতো । তৎকালীন বেতার টিভি রাত ১১টায় বন্ধ হয়ে যেত , তাই রাত ১২টার পর স্বাধীনতার ঘোষনাটি বিডিআর, টেলেক্স , ও ফ্যাক্স বার্তায় প্রচার হয় ।

পাকিস্তানিদের আত্মসর্মপণ ও চুড়ান্ত বিজয় ঃ যেই কথা ,সেই কাজ , সবকিছুই যে পরিকল্পনা মোতাবেক হয়েছিল তা বুঝা যায় ১০ই এপ্রিল মুজিব নগরকে রাজধানী করে সরকার গঠন , ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে সপথ গ্রহন ,১১টি রণাঙ্গন বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্ব বণ্টন করে যুদ্ধ পরিচালনা । প্রশিক্ষন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা , সমরাস্ত্র সংগ্রহ , বিশ্বজুড়ে কুটনৈতিক সর্ম্পক গড়ে তোলা ।

অতঃপর ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করেস্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন ।যুদ্ধ বিগ্রহের পর ধংস স্তুপের মাঝে লাল সবুজের পতাকা উড়ছিল দেশ জুড়ে । তখনো বাতাসে বারুদের গন্ধ ॥ রক্তের দাগ যত্র-তত্র ।ভ্যাপসা গরমের আবাহাওয়ায় অক্সিজেন শুন্যতায় বাংলাদেশ। বিজয়ের আনন্দের মাঝে আহাজারি স্বামীহারা স্ত্রীর , বাবা হারা সন্তানের ,সন্তান হারা মায়ের ।

বিজয়ের ৪০ বছর ঃ ৪০ বছর পুর্বে ঢাকা শহরে তখন বিশ গজ দুরে দুরে ১০০ পাওয়ারের বিদ্যুৎ বাতি জ্বলতো । রিক্সা ,ঠেলাগাড়ী , আর লোহার রড ঘুরিয়ে চালু করা মুরীর টিন কথিত বাসই ছিল ঢাকার সৌন্দর্যের অংশ । বিজয় অর্জনের পর , নির্বাচিত সরকার গঠণে প্রস্তুতি, সংবিধান প্রণয়ন , জাতি সংঘের সদস্যপদ অর্জন , ধংস স্তুপের মধ্যে থাকা বাংলাদেশ পুর্ণগঠণ , পাশা-পাশি দালাল আইনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধিদের বিচার চলতে থাকে । কিন্তু বিচার চলাকালীন সময়েই ৭১"র যুদ্ধাপরাধির হয়ে বিদেশী ভাড়া খাটা চরেরা ৭১"র পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বিজয় অর্জনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় ৭১"র বিজয়ী বীরদের নেতৃত্বদানকারি সষকারে সকলকে দুই কিস্তিতে (১৯৭৫"র১৫ই আগষ্ট ও ৩রা নভেম্বর) হত্যাকরে ।এরপর জিয়া ক্ষমতা দখল করে দালাল আইন বাতিল করে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের দিয়ে দল গঠণ করেণ । মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী হিসাবে (শাহ আজীজ)কে নিয়োগদেন । বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শীর্ষ জন্ম শত্রুদের যা ৩০লক্ষ শহীদ আর ৫লক্ষ ধর্ষিতা মা বোনদের প্রতি চরম অপমান । এযেন মানচিত্রের বাংলাদেশও লাল সবুবজর পতাকার প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাস ঘাতকতা ! !এরপর দেশের ক্ষমতার হাত বদল হলেও পরবর্তি সরকার গুলি জিয়ার চেয়ে আরও ভয়ংকর রুপে ক্ষমতায় বসেন ।আর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনটিকে ও কলংকিত করেণ রাজাকারকে রাষ্ট্রপতি পদে (আঃ রহমান বিশ্বাস)কে বসিয়ে ।তাই আমাদের স্বাধীনতার ৪০ বছরে শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে আজ আমরা দেখছি আওয়ামি লীগ সরকার দ্বারা যুদ্ধাপরাধির বিচার চলছে । এবিচার বন্ধ হলে বাঙ্গালীজাতির ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব সংকটে পরবে । বৃটিশ সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরে আমেরিকা যখন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল আমেরিকার জনক জর্জ ওয়াশিংটন তখন আমেরিকার বিরুধিতাকারী নাগরিকদের যুদ্ধাপরাধি হিসাবে বিচার করে আলকাতরা গরম করে মাথায় ঢেলে হত্যা করেছিলেন আর যুদ্ধে পরাজিত বৃটিশ সৈনিকদের গ্রেপ্তার করে যুদ্ধবন্দী হিসাবে বিচার করেন । আজ একটু ভেবেদেখুন আমরা পরাজিত হলে আমাদের কি পাকিস্তানীরা ও তাদের দালালরা ক্ষমা করতেন ?